বিলাস সামন্ত, আংশিক সময়ের অধ্যাপক(Govt. Approved), ইতিহাস বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ

==========

চোল শাসন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য

আদি মধ্য ভারতের ইতিহাসে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে দক্ষিণ ভারতের চোল রাজারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। চোল সাম্রাজ্যভুক্ত সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে চোল শাসকেরা এক সুস্ঠ অথচ দক্ষ শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। চোল শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ থাকে প্রধানত ওই বংশের শাসকদের লেখ থেকে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উত্তর মেরুর লেখ, তাঞ্জোর লেখ,তিরুবালঙ্গাড়ু তাম্রশাসন, কাঞ্চিপুরম লেখ, লেইডেন তাম্রশাসন। এছাড়াও সমসাময়িক মুদ্রা এবং শিল্পভাস্কর্য থেকেও আমরা উন্নত শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারি। তৎকালীন সাহিত্য ও এ বিষয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। চৈনিক লেখক চৌ-জু-কুয়া প্রমুখের রচনায় ও আরব গ্রন্থকারদের বিবরণ থেকেও চোল শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়

কেন্দ্রীয় শাসন: চোল নরপতি গণ শুধুমাত্র সাম্রাজ্য স্থাপনে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেননি, তারা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা দ্বারা একটি সুস্থ ও উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। চোল আমলে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে কৃষকদের নিবিড় যোগ ছিল। অর্থাৎ রাজা ও কৃষকের মধ্যে একটা যোগসূত্র ছিল। প্রশাসনের সকলের উপরে ছিল রাজার স্থান। রাজার ছেলে রাজা হতেন। রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক। রাজা জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদে বাস করতেন এবং আড়ম্বরপূর্ণ উপাধি গ্রহণ করতেন। চোল রাজারা প্রস্তর লেখ তে তাদের রাজত্বের প্রধান ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করতেন। এর দ্বারা শাসকের পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা পরিস্ফুট হয়েছিল।

চোল রাজাদের শাসন পদ্ধতির সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ শাসক কিন্তু একটি সুগঠিত ও শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে দেশ শাসন করতেন। রাজা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। মন্ত্রিপরিষদের মতামত রাজাকে অনেক সময় গ্রহণ করতে হতো। প্রতিটি প্রশাসন বিভাগের অধিকর্তা গণ রাজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন ও শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দান করতেন। রাজ কর্মচারী কিভাবে নিয়োগ হতো তা জানা না গেলেও সম্ভবত যোগ্যতাই ছিল মানদন্ড। কারণ একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে যোগ্যতার মানদণ্ড কর্মচারীর উন্নতি নির্ভর করত। স্বভাবতই বলা যায় যে চোল রাজগণ যোগ্যতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। কর্মচারীরা নগদে বেতন পেতেন না, তাদের ভূমি দেওয়া হতো। ভূমির আয় থেকে তাদের বেতন হত। তবে চুল শাসনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা। স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা থাকলেও গ্রাম স্তর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় এই আমলাতন্ত্রের প্রভাব ছিল। চম্পক লক্ষ্মী বলেছেন যে চল যুগের স্বাধীন গ্রাম সভা গুলি থাকলেও কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই আমলাতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ ছিল। তবে এই আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল।

প্রাদেশিক শাসন: সমগ্র চোল সাম্রাজ্য 'চোল মন্ডলম' নামে পরিচিত ছিল। চল রাজ্য মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল - সামন্ত শাসিত অঞ্চল ও রাজার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল। রাজার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বা মন্ডলমে বিভক্ত

ছিল। প্রদেশে গুলি আবার কোকোট্টম বা জেলায় বিভক্ত ছিল। কট্টম গুলি কয়েকটি নাড়ু বা অঞ্চলে বিভক্ত হত। নাড়ুর অধীনে ছিল কুররম বা কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত গ্রাম-সমবায়। গ্রামগুলি ছিল স্ব-শাসিত। চোল শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্ন একক ছিল গ্রাম।

রাজস্ব বিভাগ: সরকারের ভরণপোষণ, সৈন্যবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ, জনহিতকর কার্য সম্পাদন ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করার স্বার্থে সরকারের রাজস্ব প্রয়োজন হতো। চোল আমলে ভূমি করই ছিল আয়ের প্রধান উৎস। ভূমি রাজস্ব এর হার ছিল সম্ভবত ফসলের 1/3 ভাগ অথবা এই ফসলের ভাগ এর মূল্য। এই কর নগদ অর্থ অথবা দ্রব্যের মাধ্যমে দেওয়া যেত। এছাড়া আমদানি রপ্তানি শুল্ক, নগরে প্রবেশ কর, শিল্পও খনি থেকে গৃহীত রাজস্ব ও আয়ের এর উৎস ছিল। যুদ্ধ, মন্দির নির্মাণ, বন্যা প্রতিরোধ প্রভৃতির জন্য অতিরিক্ত কর ধার্যের রেওয়াজ ছিল। প্রতি গ্রামে মন্দির শ্মশান প্রভৃতি কিছু স্থান করমুক্ত হিসাবে থাকতো। জমির মালিকানা ছিল ব্যক্তির অথবা গ্রাম সম্প্রদায়ের। গ্রামের রাজস্ব আদায়ের জন্য গ্রামসভা দায়ি থাকত। পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে সরকারকে উগ্গাপার নামে এক প্রকার কর দিতে হতো। সরকারি পুষ্করিণী ব্যবহারের জন্য গ্রাম বা নগরবাসীদের শুল্ক দিতে হতো। কডমই ছিল এক ধরনের শুল্ক। আয়ম এক ধরনের রাজস্ব। কখনও কখনও অপরাধীদের উপর জরিমানা ধার্য হতো। রাজস্ব সংগ্রহের সময় কখনো কখনো বল প্রয়োগ করা হতো। 1001 খ্রিস্টাব্দে একবার রাজস্ব সংগ্রহের সময় সৈন্যরা মহেন্দ্র মঙ্গোলম ব্রহ্মদেয় গ্রামের সভার সদস্যদের নানাভাবে পীড়ণ করেন। অত্যাচারের সহ্য সীমা অতিক্রম করলে সদস্যরা তাঞ্জাভুরে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এবং তাদের দুর্দশার বিষয়টি তার গোচরে আনেন।

বিচারব্যবস্থা: চোল যুগে বিচারের কাজ স্থানীয়ভাবে করা হতো। দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলার পার্থক্য ছিল না। বিচারের কাজে গ্রামসভা গুলির ব্যাপক ক্ষমতা ছিল। রাজু দ্রোহের বিচার রাজা স্বয়ং করতেন। গ্রামসভার বিচারে সন্তুষ্ট না হলে নাড়ুর ভারপ্রাপ্ত শাসকের কাছে আবেদন করা যেত। শাস্তি হিসাবে সাধারণত অপরাধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, জরিমানা-কারাদণ্ড প্রভৃতির বিধান ছিল।

সামরিক সংগঠন: চোল রাজগণের সামরিক অনুবিভাগ ছিল সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। চুল সেনা প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল - স্থলবাহিনী ও নৌ বাহিনী। প্রতিটি বাহিনীর আলাদা নাম ছিল। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন দুর্গ এবং সামরিক ছাউনিতে ছড়িয়ে থাকতো। উপযুক্ত সমর শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। চোল বাহিনী একটি সুগঠিত ও সমুন্নত বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। এই সুগঠিত ও শক্তিশালী নৌবাহিনী যদিও করমন্ডল মালাবার উপকূল রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকতো কিন্তু এই শক্তিশালী নৌবাহিনী সাহায্যেই রাজ রাজ ও রাজেন্দ্র চোল একটি সামুদ্রিক সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ঊর- সভা-নগরম্ :- গ্রাম - সমিতি ছিল দু'ধরনের। যথা - ঊর এবং সভা। তাছাড়া শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেখার জন্য নগরম নামক এক ধরনের সমিতি ছিল। কর্মসূচি রূপায়ণে গ্রামসভা গুলির পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল।

ঊরের গঠনতন্ত্র:- সাধারণভাবে গ্রামের করদাতাদের নিয়ে ঊর গঠিত হতো। প্রয়োজন অনুসারে ঊর এককভাবে বা সবার

সাথে সাথে যৌথভাবে কাজ পরিচালনা করত। রাজারা তাদের দানের দ্বারা বহু মঙ্গলম সৃষ্টি করেছিলেন।

সভার গঠন প্রণালী:- বিভিন্ন গ্রামের কুরুম্বু বা পাড়া থেকে প্রথমে যোগ্য ব্যক্তিদের মনোনীত করা হতো। প্রতি কুরুম্বু থেকে মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে একজনকে মনোনীত করা হতো। একটি লেখা থেকে জানা যায় এইরকম ত্রিশটি কুরুম্বু ছিল। এদের মধ্যে থেকে যোগ্যতম 12 জনকে নিয়ে সামবাৎসরিক সমিতি গঠিত হতো। অবশিষ্ট 12 জন উদ্যান সমিতি এবং 6 জন পুষ্করিণী সমিতি গঠন করতেন। ঢোল বাজিয়ে মহাসভার অধিবেশন আহ্বান করা হতো। সাধারণত মন্দির প্রাঙ্গণে এই সভা বসত।

নগরম্:- নগরম নামে চোল যুগে এক প্রকারের সমিতি ছিল। একে ব্যবসায়ীদের স্থানীয় সমিতি বলা যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা স্থানীয়ভাবে যে বাজার কেন্দ্র গড়ে তুলত তাকেই অনেকে নগরম বলে মনে করেন। হিসাব পরীক্ষা ও রক্ষন দোকান গুলির উপর শুল্ক আরোপ ও আদায় করেন এবং ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা নগরমের প্রধান কাজ ছিল। দেশীয় পণ্য দ্রব্যের বদলে বিদেশী পণ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় ও নগরমের মাধ্যমে হত।

মধ্যস্থ ,করনত্তার:- চোল যুগে গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট দুজন কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা হলেন মধ্যস্থ এবং করণত্তার। মধ্যস্থ সম্ভবত গ্রামসভার অধিবেশনে পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকতেন। তবে তারা আলোচনায় অংশ নিতেন না। করনত্তার ছিলেন হিসাব পরীক্ষক। সম্ভবত ভূমির রাজস্বের বিষয়েও তারা নজর রাখতেন। তাদের পারিশ্রমিক সভা কর্তৃক নির্ধারিত হতো।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে চোল রাজ্যে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি ছিল অতি সুন্দর। চোল রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসন খুব শক্তিশালী ছিল বলে মনে হয় না। চোল রাজারা অবশ্য সামন্ত রাজাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিল এবং গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন এর ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে কৃষকদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রিত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। চোল রাজ্যে গ্রামগুলিকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। রাজ কর্মচারীরা গ্রামীন শাসন ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা না নিয়ে পরামর্শদাতার ভূমিকা গ্রহণ করতেন। বর্তমানে পঞ্চায়েত রাজ্যের উপর যে এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তার ধারণা কিন্তু নেওয়া হয়েছে চোলদের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি থেকে। সুতরাং বলা যায় যে চোল বংশের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ - এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রশ্ন:

১) চোল রাজতন্ত্রে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা কিরূপ ছিল ? ২) আমলাতন্ত্র কি ?
৩) চোল শাসনব্যবস্থার প্রাদেশিক শাসন এর বিভাগ গুলি লেখ। ৪) চোল রাজাদের রাজস্বের উৎস কি ছিল ?
৫) উর, সভা, নগরম কি ? ৬. মধ্যস্থ ও করণত্তার এর কাজ কি ছিল?